BENGALI(H) – 4th SEMESTER

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

নামকরণ

নামকরণ হলো বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। একটি শব্দে বা কয়েকটি শব্দে একটি বৃহত্তর বিষয় বা ভাবের সমগ্রতাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই নামকরণের কাজ। তবে এই নামকরণ প্রধান চরিত্র কেন্দ্রিক বা ঘটনা কেন্দ্রিক বা ব্যঞ্জনাধর্মী ও হতে পারে। এখন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রচিত 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'নাটকটির নামকরণ কতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে তা হলো মূল আলোচ্য বিষয়।

বিল্বমঙ্গলের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের' বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটির নামকরণ যে মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে দেওয়া হয়েছে তা আপাত ভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শুরুতে নাটকটি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নাটকটি' প্রেম ও বৈরাগ্য মূলক নাটক'।এই প্রেম ও বৈরাগ্য নাটকটিতে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করার পাশাপাশি ভিক্ষুক, পাগলিনী, বণিক, অহল্যা, সোমগিরি প্রভৃতি চরিত্রেও লক্ষ করা যায়। ভিক্ষুক, বণিক, অহল্যা ,সোমগিরি প্রত্যেকের অচলা ভক্তি, পরম আরাধ্য কৃষ্ণের প্রতি ব্যাকুল আকুতিতে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দর্শন কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের দিকটি লেখকের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করলে ও এরা নাটকের প্রধান চরিত্র নয়। অপ্রধান চরিত্র রূপে এদের অবস্থান। যা নাটকের ঘটনা প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও চরিত্র বিশ্লেষণে সাহায্য করেছে।

প্রধান চরিত্র হিসেবে নাটকে দুটি চরিত্র গুরুত্ব পূর্ণ তা হলো বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি চরিত্র । নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এদের অবস্থান। বিল্বমঙ্গলের উৎশৃঙ্খল জীবনে যে কিনা পিতৃ শ্রাদ্ধ উপেক্ষা করে সমস্ত ভাবে নি:স্বপ্রায় অবস্থায় বারবনিতা চিন্তামণি আকর্ষণে জীবন মরণ তুচ্ছ করে ছুটে আসে। সে আবার চিন্তামণি যখন বলে ওঠে- ' এই মন আমি বেশ্যা -যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে -তোমার কাজ হত! ' তখন চিন্তামণিকে ছেড়ে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত না হয়ে বরং সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে যাত্রা করে পরমাত্মার রহস্য সন্ধানে। শুরু হয় তার প্রেম থেকে বৈরাগ্যের পথে যাত্রা। তার ই পরিণাম পরমারাধ্য রাধা-কৃষ্ণদর্শন।

আবার অন্য দিকে চিন্তামণি বারবনিতা হবার পরেও বিল্বমঙ্গলের প্রতি প্রবল আকর্ষণের দিকটি নাটকের অগ্রগতির সাথে সাথে স্পষ্ট হয়। সে নিজে কখনো বিল্বমঙ্গলের করা অভিমানের ভুল সংশোধন করতে ছুটে আসে। আবার ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিল্বমঙ্গল ছুটে এলে তাকে ভৎসনা ও করতে ছাড়ে না। কিন্তু প্রেমের স্বাভাবিক নিয়মে বিল্বমঙ্গল আর ফিরে না এলে উচাটন হয়েছে তার মন। সমস্ত অলংকার, গৃহের চাবি সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছে বিল্বমঙ্গলের সন্ধানে পাগলিনী, ভিক্ষুক কে সঙ্গে নিয়ে। যা একপ্রকার চূড়ান্ত প্রেমের ই বহি:প্রকাশ।তারই ফলশ্রুতিতে নাটকের শেষে বিল্বমঙ্গলের সাক্ষাৎ প্রাপ্তির সাথে সাথে জীবন সার্থক করেছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দর্শনে।

তবে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের জীবনে বিবর্তনের অন্যতম কারণহলেও চিন্তামণির অবস্থান ও যেহেতু বিল্বমঙ্গলকে ঘিরে।তাই প্রধান চরিত্র বিল্বমঙ্গলের নামকরণে নাটকটির নামকরণ যে সার্থক ও যথাযথ হয়েছে তা বলা যায়।

.....×.....×.....

অন্তরা দে (RGC)